মঞ্জরী
১৪১৬

স্ববিরোধ

অভিজিৎ গুহ

সময়ের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে,
জীবনের বিক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধতার টানাপড়েনে
ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে পিছিয়ে চলা।
মায়াভরা মুখেদের ছায়া তিরতির করে কাঁপে,
যেমন বাল্যের সন্ধ্যায় প্রদীপের ছায়া দেওয়ালে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতো।
ছায়াদের চোখে জল, হাত নাড়তে থাকা মুর্তিগুলো
ক্রমে রেলের পেছনে ঝাপসা হয়ে আসে।
ইঁদুরের দৌড় শুরু হয়।
যেমন এইমাত্র স্কর্পিও গাড়িটি ট্রাফিক লাইটে না থেমে
আমার পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে হারিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।
অসুস্থ ছায়া, সঙ্গহীন ছায়া, নিরাশ্রয় ছায়া।
তবু সে ছোটে, অনেক ছুটতে হবে চোখ বুজে।
এখন থেমে যাওয়া নয়, হেরে যাওয়া নয়।
তবু অনিবার্য সময়পাতে ছায়াগুলো স্লথ, পঙ্গু, বিলুপ্ত
হয়ে যাবে - একেই নিয়তি না মেনে সে যদি আর
বনস্পতি না হতে চায় ? আকাশের বুক ভেদ করে
মাথা বাড়িয়ে দেবার স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে
সে যদি ঘাস হয়ে যায়? যদি সে ছায়াদের জড়িয়ে ধরে?
যদি সে ঘাসগুলো তখন আনন্দিত হয়, সতেজ হয়, সার্থক হয়?
ই এম্ সি স্কোয়্যার হলো না,
ই এম্ বাইপাসের ধার হলো না,
স্কর্পিও হলো না।
শুধু ঘাস হলো ঘাসেদের মাঝে।
হাসি হলো, গান হলো, কবিতা হলো।
বাজার বাঁচতে দেবে এ কবিতাকে?
সংসার কি দেবে ছেড়ে বৈভবের দাবী?
ই এম্ সি স্কোয়্যার আবার কি অগ্ন্যুৎপাত করবে?
টিভি সিরিয়াল নয়, উত্তর দেবে এ জীবন।